গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাঃ ১৬ (কারিগরি-২)
www.moedu.gov.bd

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৭.১৩.০০৩.১৬- ১৪৫ তারিখ ঃ ০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ / ১৬ মে, ২০১৬

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা ২০১৬ চূড়ান্তকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন<br>সচিব<br>শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। |
| তারিখ | ঃ | ০৩/০৫/২০১৬ |
| স্থান | ঃ | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সভা কক্ষ |

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (পরিশিষ্ট-ক) ঃ

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর চেয়ারম্যান, BTEB কর্তৃক খসড়া ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত সদস্যগণ খসড়া ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। ২০২০ সাল নাগাদ ২০% এনরোলমেন্ট অর্জন, ইমার্জিং টেকনোলজি সংযোজনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মতামত ও আলোচনার ভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়। এ পর্যায়ে ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়।

## কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০১৬

### ১.০ সংজ্ঞা :

১.১ 'বোর্ড' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বোঝাবে;

১.২ 'কলেজ' ও 'ইন্সটিটিউট' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম অনলাইনে প্রদর্শিত আবেদন ফরম বোঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বোঝাবে।

### ২.০ শিক্ষাক্রম ও ভর্তির আবেদনের যোগ্যতা :

| শিক্ষাক্রম | ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|
| ২.১ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি) :<br>২.১.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফ্ট)<br>২.১.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফ্ট)<br>২.১.৩ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি<br>২.১.৪ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং<br>২.১.৫ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি<br>২.১.৬ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। |

| শিক্ষাক্রম | ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|
| ২.১.৬ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার (সরকারি)<br>২.১.৭ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ (সরকারি) | ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। |
| ২.১.৮ ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক (৪ বছর মেয়াদি - সরকারি) | ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে তবে জীব বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান বিভাগে পাসকৃতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। |
| ২.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি) :<br>২.২.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং<br>২.২.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং<br>২.২.৩ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং<br>২.২.৪ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার<br>২.২.৫ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ<br>২.২.৬ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি<br>২.২.৭ ডিপ্লোমা ইন লেদার টেকনোলজি<br>২.২.৮ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ২০০৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি/ এসএসসি(ভোকেশনাল)/ দাখিল/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ এসএসসি সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। |
| ২.৩ ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি (বেসরকারি) : | ২০০৭ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে এসএসসি/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।<br>এছাড়া, এসএসসিসহ ১ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন মেডিকেল টেকনোলজি সার্টিফিকেটধারীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য। |
| ২.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) :<br>২.৫.১ এইচএসসি (ভোকেশনাল) | এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য। |
| ২.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) :<br>২.৪.১ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট)<br>২.৪.২ ডিপ্লোমা ইন কমার্স | অনুমোদিত সকল শিক্ষা বোর্ড/ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি (বিজ্ঞান)/ মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা/ এসএসসি (ভোকেশনাল)/দাখিল/দাখিল(ভোকেশনাল) /সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য। |
| ২.৫.২ সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড | ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সনে এসএসসি/ এসএসসি(ভোকেশনাল)/দাখিল(ভোকেশনাল) /দাখিল/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০ সহ কমপক্ষে |

| শিক্ষাক্রম | ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|
| | জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। |
| ২.৬ **১ বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি :**<br>২.৬.১ স্কিল সার্টিফিকেট (সরকারি)<br>২.৬.২ হেল্‌থ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস (বেসরকারি) | অনুমোদিত সকল শিক্ষা বোর্ড/ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি (বিজ্ঞান)/ মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা/ এসএসসি (ভোকেশনাল)/দাখিল/দাখিল(ভোকেশনাল) /সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য। |

## ৩.০ ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচি :

| প্রতিষ্ঠানের ধরণ | শিক্ষাক্রম | ভর্তি কার্যক্রমের সময়সীমা | ক্লাস আরম্ভ |
|---|---|---|---|
| সরকারি | ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফ্‌ট)<br>ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং<br>ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং (১ম ও ২য় শিফ্‌ট)<br>ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি<br>ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার<br>ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ<br>ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট্রি<br>ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি<br>ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক<br>২ বছর মেয়াদি মেরিন ও শিপ বিল্ডিং ট্রেড সার্টিফিকেট<br>১ বছর মেয়াদি স্কিল সার্টিফিকেট | ভর্তি কার্যক্রম দুই শিফ্‌টে অনুষ্ঠিত হবে। উভয় শিফ্‌টের (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ভর্তির সকল কার্যক্রম ১৫/০৫/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।<br>তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির লক্ষে সময় বর্ধিত করা যাবে। | ১৬/০৮/১৬<br>(মঙ্গলবার) |
| বেসরকারি | ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং<br>ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং<br>ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি<br>ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং<br>ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার<br>ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ<br>ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি<br>ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি<br>১ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন হেল্‌থ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস | ভর্তির সকল কার্যক্রম ১৫/০৫/২০১৬ তারিখ হতে শুরু করে ৩১/০৭/২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।<br>তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির লক্ষে সময় বর্ধিত করা যাবে। | ১৬/০৮/১৬<br>(মঙ্গলবার) |
| সরকারি/ বেসরকারি | এইচএসসি (ভোকেশনাল)<br>এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট)<br>ডিপ্লোমা ইন কমার্স | ২৫/০৫/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।<br>তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির লক্ষে সময় বর্ধিত করা যাবে। | ১০/০৭/১৬<br>(রবিবার) |

## ৪.০ প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

৪.১ প্রার্থী নির্বাচনে কোন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কেবলমাত্র এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র অন-লাইনে বা এসএমএস এর মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট www.bteb.gov.bd বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এ পাওয়া যাবে।

৪.৩ যে সকল আবেদনকারি (অন-লাইন বা এসএমএস) (ক) ভর্তি মেধা তালিকায় স্থান পায়নি (খ) ভর্তি বাতিল করেছে (গ) মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও ভর্তি হয়নি কিংবা (ঘ) কোটার আবেদন বাতিল হয়েছে সে সকল শিক্ষার্থী মেধা ও অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তি কার্যক্রম সমাপ্তির পর আসন সংখ্যা শূন্য থাকা সাপেক্ষে রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৪.৪ ২০১৬ সালে এসএসসি পাশকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৫৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১১×৫=৫৫ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৫৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৫ সালে এসএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০×৫=৫০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৪ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (৯ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ৯×৫=৪৫ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। এক্ষেত্রে ৫৩ পয়েন্ট কে, ৪৩ পয়েন্টের সাথে সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে পয়েন্ট সমতুল্য করে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৪.৫ ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনতে হবে।

৪.৬ নীতিমালার ৪.৫ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

৪.৭ ৪.৪ থেকে ৪.৬ অনুচ্ছেদের আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে বর্ণিত একই নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হবে।

৪.৮ প্রার্থীকে আবেদনের নির্ধারিত স্থানে পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান এবং টেকনোলজি / স্পেশালাইজেশন / ট্রেড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪.৯ আবেদন ফরমে উল্লিখিত পছন্দের ভিত্তিতে এবং মেধা ও কোটার অনুসরণে প্রথম পর্বে / প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হবে।

৪.১০ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তি কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে।

৪.১১ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোট আসন সংখ্যার সমসংখ্যক একটি মূল তালিকা এবং আসন সংখ্যার সমসংখ্যক ১ম ও ২য় দু'টি অপেক্ষমানসহ মোট (তিন)টি তালিকা মেধাক্রম অনুসারে (প্রাপ্ত নম্বরসহ) প্রণয়ন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল তালিকা একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টানাতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪.১২ ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আসন সংখ্যা পূরণ না হলে অপেক্ষমান তালিকা হতে সময়সূচি অনুযায়ী শূন্য আসনে কোটা ও মেধার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের পরেও যদি আসন শূন্য থাকে, তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো, বস্ত্র পরিদপ্তর, হ্যান্ডলুম বোর্ড, রাজশাহী জেলা পরিষদ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১৩ এসএসসিসহ ২ (দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবে। তবে আবেদন ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখে বয়সসীমা অনুর্ধ্ব ২২ বছর হতে হবে। এসএসসি ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে।

৪.১৪ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনায় তাৎক্ষণিক কোনরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১৫ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক মোবাইল অপারেটর/ ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি: এর মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০টি(দশ)টি টেকনোলজি/ট্রেড-এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফ্‌টের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে।

## ৫.০ এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তির পদ্ধতি ঃ

৫.১ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৩০০জন শিক্ষার্থী আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অন-লাইনে, এসএমএস এর মাধ্যমে বোর্ড হতে ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করতে হবে।

৫.২ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক মোবাইল অপারেটর/ ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি: এর মাধ্যমে এসএমএস এ পছন্দক্রম অনুযায়ী আবেদন করা যাবে।

৫.৩ এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এইচএসসি (ভোকেশনাল) একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৫.৪ ভর্তির জন্য উল্লিখিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যে কোন বছরে এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৫.৫ এসএসসি (ভোকেশনাল)/দাখিল(ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম প্রচলিত বিভিন্ন ট্রেডের উপর ভিত্তি করে এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের জন্য ক্লাস্টার (সংশ্লিষ্ট) ট্রেডে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

## ৬.০ ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ঃ

### ৬.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ঃ

৬.১.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫%, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫% এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫% এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ২% আসনে মেধানুযায়ী (পছন্দক্রম) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৬.১.২ ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের মেধা এবং পছন্দ অনুযায়ী টেকনোলজি/ট্রেড বন্টন করতে হবে। এসএসসি ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে।

৬.১.৩ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের ২০% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্য ছাত্রী না পাওয়া গেলে তা ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করা যাবে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-শাঃ১৫/TVET Project ৭-২/২০১০-১৪৩ তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৪)

এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত মহিলা ১০%, ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাপ্তাই পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে প্রতিটিতে ৪টি করে আসন ও অন্যান্য ইন্সটিটিউটে ২টি (মেরিন ইন্সটিটিউটে প্রতিটি গ্রুপে ১টি) করে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৬.১.৪ এসএসসিসহ ২(দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫% আসন সংরক্ষিত থাকবে।

**৭.০ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার এর ক্ষেত্রে ঃ**

৭.১ ডিপ্লোমাএগ্রিকালচার শিক্ষাক্রমে শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (ক) চাকুরিজীবী প্রার্থী ও (খ) নিয়মিত প্রার্থী (২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সনে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) ভর্তি করা হবে। চাকুরিজীবী প্রার্থীদের মোট আসন সংখ্যার সর্বোচ্চ ১০% শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে যে কোন বছরে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে।

৭.২ চাকুরিজীবী প্রার্থীগণকে বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে ভর্তির অনুমতিপত্র ও অধ্যয়নকালীন ছুটির অনুমতিপত্র আবেদন ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।

৭.৩ প্রার্থীদেরকে প্রথম পর্বে মেধা ও কোটা ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে ভর্তির সময় মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে।

৭.৪ এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধাভিত্তিতে জেলাওয়ারি কোটায় ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। সাধারণ মেধা তালিকা প্রণয়নকালে উপজাতি, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে মেধা বিবেচনা করতে হবে।

৭.৫ সাধারণ কোটায় অন্তর্ভূক্ত ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী এবং মহিলা প্রার্থী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ/ নম্বরের ভিত্তিতে ৫%, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫% আসন, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫% এবং ১০% মহিলা কোটায় ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে।

**৮.০ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ঃ**

৮.১ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট সমূহে ভর্তির আবেদন পত্র বস্ত্র পরিদপ্তরের ওয়েব সাইটে অন লাইনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হবে।

৮.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের জন্য ১০% আসন, ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি ইন্সটিটিউটে ২টি করে আসন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫% আসন এবং বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান হতে এসএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং উক্ত আসনে মেধানুযায়ী আবেদন ফরমে বর্ণিত পছন্দ ভিত্তিতে টেকনোলজি বন্টন করতে হবে।

৮.৩ বস্ত্র পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রম বস্ত্র পরিদপ্তর এবং হ্যান্ডলুম বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রম হ্যান্ডলুম বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।

**৯.০ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক এর ক্ষেত্রে ঃ**

৯.১ ডিপ্লোমা সইন ফরেস্ট্রি ও ফিসারিজ টেকনোলজির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ভর্তি সংক্রান্ত সকল কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৯.২ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ শিক্ষাক্রমে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের অন-লাইন অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

৯.৩ ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সকল কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১০.০ এনরোলমেন্ট ও ইমার্জিং টেকনোলজি সংযোজন ঃ

১০.১ বিশ্ব চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

১০.২ কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ২০২০ সাল নাগাদ ২০% এনরোলমেন্ট অর্জনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

১১.০ ভর্তি কমিটি ও বাজেট ব্যবস্থাপনা ঃ

১১.১ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে স্ব স্ব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান একটি ভর্তি কমিটি গঠন করতে পারবে।

১১.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুরূপ একটি কমিটি গঠন করতে পারবে।

১১.৩ গঠিত কমিটি ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় নির্বাহ সম্পন্ন করবে।

১২.০ ভর্তি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ

১২.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

১২.২ ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র জমা দিতে হবে।

১২.৩ সরকার নির্ধারিত সকল কোটায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ভর্তির পর কোন আসন শূন্য থাকলে তা সাধারণ মেধা তালিকা হতে পূরণ করা যাবে।

১২.৪ ভর্তির সময় সকল প্রার্থীকে তাদের এসএসসি/ সমমান পরীক্ষা পাশের প্রমাণ হিসেবে বোর্ড হতে প্রদত্ত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের জন্য জমা দিতে হবে। শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত উল্লিখিত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রার্থী উক্ত নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত চাইলে প্রতিষ্ঠান তার ভর্তি বাতিল করে তা ফেরত দিতে পারবে।

১২.৫ ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থী ক্লাস শুরুর ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত শূন্য আসন পরবর্তী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধাক্রমানুসারে পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে।

১২.৬ ডিপ্লোমা প্রতি পর্বে প্রতি টেকনোলজিতে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। ড্রপআউট বিবেচনায় প্রত্যেক টেকনোলজির জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার ২০% অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১২.৭ এইচএসসি (ভোকেশনাল)/এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) প্রতি পর্বে প্রতি টেকনোলজিতে ৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১২.৮ ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল অফিসার বা সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনিত মেডিকেল অফিসার দ্বারা শারীরিক যোগ্যতার সনদ দাখিল করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

১২.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে। ক্লাস আরম্ভের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে অন-লাইন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১২.১০ ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ এর আলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় ভর্তি নির্দেশিকা জারি করবে।

১৩.০ ভর্তি ও ফি ঃ

১৩.১ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক মোবাইল অপারেটর/ ডাচবাংলা ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০টি(দশ)টি টেকনোলজি/ট্রেড-এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফটের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে। এছাড়া, এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রতি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২০/-(একশত বিশ) টাকা জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী একাধিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যাবে।

১৩.১.১ এইচ এস সি /সমমান শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নক্ত হারে ফি প্রয়োজ্য হবে।

| ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | রেজিস্টশন ফি | ১২০/- | বোর্ডের প্রাপ্য |
| ২. | ক্রীড়া ফি | ৩০/- | |
| ৩. | রোভার/রেঞ্জার ফি | ১৫/- | |
| ৪. | রেডক্রিসেন্ট ফি | ২০/- | |
| ৫. | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি | ০৭/- | |
| ৬. | বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি (প্রতিষ্ঠান প্রতি) | ২০০/- | প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য |

১৩.১.২ ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নক্ত হারে ফি প্রয়োজ্য হবে।

| ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | রেজিস্টশন ফি | ২০০/- | বোর্ডের প্রাপ্য |
| ২. | রোভার স্কাউট ফি | ১৫/- | |
| ৩. | রেডক্রিসেন্ট ফি | ২০/- | |

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তনে করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফি-এর অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে।

১৩.২ (১) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা/পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা/ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্হিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্হিত আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভুত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

(৩) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করবে।

(৪) রেজিষ্ট্রেশন ফি ও আনুসঙ্গীক ফি এর সমুদয় অর্থ ভর্তির আবেদনের সাথে পরিশোধ যোগ্য।

## ১৪.০ ভর্তির বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম ঃ

১৪.১ ভর্তি কার্যক্রমের বিষয়ে বহুল প্রচারের নিমিত্ত স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে প্রচার, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার/লিফলেট বিতরণ ও এলাকায় ব্যাপক মাইকিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ জেলা প্রশাসকের মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান করে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করবেন।

## ১৫.০ নীতিমালার কার্যকারিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

১৫.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১৫.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানটির এম.পি.ও. ভুক্তি বাতিল করা হবে।

১৫.৩ সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৬.০ ভর্তি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলি ঃ

১৬.১ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট (www.bteb.gov.bd) এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।

১৬.২ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম অন-লাইন এ সম্পন্ন করতে হবে।

১৬.৩ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সকল শিক্ষাক্রমের ভর্তি কার্যক্রম শুধুমাত্র অনলাইনে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

১৬.৪ ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারি করবে।

সভায় খসড়া ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ চূড়ান্ত অনুমোদক্রমে তা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অতপর সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-১৬.০৫.২০১৬
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩৭.০০.০০০০.০৭৭.১৩.০০৩.১৬-১৪৫

তারিখ ঃ ০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ / ১৬ মে, ২০১৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অতিরিক্ত সচিব- প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/মাধ্যমিক/কারিগরি/মাদ্রাসা/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় /অডিট ও আইন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব- প্রশাসন/মাধ্যমিক/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/উন্নয়ন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
৮। অধ্যক্ষ, সকল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।
৯। অধ্যক্ষ, সকল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ।
১০। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ গ্লাস এন্ড সিরামিক, ঢাকা।
১১। অধ্যক্ষ, গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
১২। অধ্যক্ষ, সকল মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।
১৩। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সার্ভে ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা।
১৪। অধ্যক্ষ, ফেনী কম্পিউটার ইন্সটিটিউট, ফেনী।

১৬/৫/১৬
(সুবোধ চন্দ্র ঢালী)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৬৪৫৫২